প্রথম আলো

তারিখ . 09 . APR . 2014 . . .
পৃষ্ঠা . . . ১০ . . . কলাম . . . ২ . . .

মেডিকেলে ভর্তি

মেধাবী গরিবের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে

চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নে ভর্তি পরীক্ষায় শহরে শিক্ষার্থীর সংখ্যাধিক্যের সঙ্গে গ্রামে যেতে চিকিৎসকদের তীব্র অনীহার যে একটি গভীর যোগসূত্র রয়েছে, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। এ ক্ষেত্রে যে একটি ঘোরতর বিভাজন সৃষ্টি হয়েছে এবং এটা অবিলম্বে দূর করা দরকার, সেটা গত শনিবার পিপিআরসির সংলাপে বিশেষজ্ঞরা যথার্থই নির্দেশ করেছেন।

অনেক সময় যেটা ঘটে, সেটা হলো কলমের এক খোঁচায় কোটা বৃদ্ধির মতো একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়ে পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা চলে। তবে এও সত্য যে বিদ্যমান সমস্যার কোনো জলবৎ তরলং সমাধান কারও হাতে নেই। বিষয়টি জটিল এবং এর সুরাহা করতে অবশ্যই বহুমুখী সমাধানসূত্র খুঁজে পেতে হবে। সার্বিকভাবে শহর ও গ্রামের পড়াশোনার ব্যবধান ঘোচাতে হবে। বেশি টাকাওয়ালাদের কম মেধা কাম্য নয়। কাম্য হলো টাকার অভাবে যাতে কারও মেধার বিকাশ বাধাগ্রস্ত না হয়।

মেডিকেল অধ্যয়নে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাশরুম বিকাশ আমরা সতর্কতা ও উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করি। এতে পড়াশোনার মান যেমন প্রশ্নবিদ্ধ, তেমনি এর খরচা গরিব মেধাবীদের নাগালের বাইরে। এখন সরকার যদি মেডিকেল শিক্ষার খরচ নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে মেডিকেলপড়ুয়া গরিব মেধাবীদের সংখ্যা বাড়বে না। ভর্তি পরীক্ষায় কোচিংয়ের নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে তাঁদের জীবনে। তাঁরা শহরে প্রতিযোগীদের সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারছেন না। কোচিং শুধু জ্ঞানের প্রতিযোগিতা তীব্র করলে আপত্তি ছিল না; কিন্তু এটা কার্যত গরিব মেধাবীদের সঙ্গে ধনীর সন্তানদের মধ্যে অন্যায্য ও অসংগত দূরত্ব বৃদ্ধি করে চলছে। কোচিংদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো প্রশ্নপত্র ফাঁসসহ নানাবিধ অনিয়মের সঙ্গেও জড়িত।

গরিব মেধাবী বিদ্যমান কোটা তদারক করতে হবে। কারণ, সত্যিই গরিব মেধাবীরা এর সুফল পাচ্ছে কি না, তা নিশ্চিত করতে হবে। এ ছাড়া দুই বছরের ইন্টার্নশিপের এক বছর গ্রামে এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন করার পূর্বশর্ত হিসেবে দুই বছর গ্রামে চিকিৎসাসেবাদানকে বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে। একই সঙ্গে গ্রামে আবাসিকব্যবস্থাসহ অবকাঠামোগত সুবিধা বাড়াতে হবে, যাতে চিকিৎসকেরা গ্রামে থাকতে অনীহা প্রকাশ না করেন।